দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২

স্মারক নং-স্বা:অধি:/চি:শি:/ভর্তি/এমবিবিএস/২০০১/৬৪৫ তারিখ ঃ ১০/১২/২০০১ইং

বিষয় ঃ ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে সরকারী মেডিকেল কলেজসমূহে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশের ১৩টি সরকারী মেডিকেল কলেজে ১ম বর্ষ এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির জন্য নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে:

১। ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের অবশ্যই নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকতে হবে:

ক) বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে।

খ) বাংলাদেশের যেকোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা বোর্ড অথবা দেশের বাহিরের যেকোন স্বীকৃত বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় হতে যেকোন গ্রুপে এসএসসি/দাখিল বা সমমানের পরীক্ষা এবং পদার্থ, রসায়ন ও জীববিদ্যাসহ এইচএসসি/আলীম বা সমমানের পরীক্ষায় কোন তৃতীয় বিভাগ ছাড়া উত্তীর্ণ হতে হবে এবং উভয় পরীক্ষায় সর্বমোট ন্যূনতম ১২০০ নম্বর থাকতে হবে। এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় জীববিদ্যায় (তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক আলাদাভাবে) পাস নম্বর থাকতে হবে।

গ) যেসব প্রার্থী ১৯৯৮ সালের পূর্বে এসএসসি এবং ২০০০ সালের পূর্বে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, তারা আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

২। ক) দেশের ১৩টি সরকারী মেডিকেল কলেজে মেধা ও জেলা কোটায় মোট ১৪৫০ জন ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা হবে। বর্ণিত মোট ১৪৫০টি আসনের ৭০% (অর্থাৎ ১০১৫টি আসন) জাতীয় মেধা ভিত্তিতে, বাকী ৩০% (অর্থাৎ ৪৩৫টি আসন) ৬৪টি জেলার জনসংখ্যাভিত্তিতে কোটা অনুযায়ী জেলা মেধা ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে।

খ) মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য ৪০ (চল্লিশ) টি অতিরিক্ত আসন সংরক্ষিত থাকবে। এই সমস্ত প্রার্থীদেরও একই ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় কোন ৩য় বিভাগ ছাড়া সর্বমোট ন্যূনতম ১২০০ নম্বর পেতে হবে। তাদেরকে তাদের পিতা/মাতার মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার স্বপক্ষে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত নীতিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সভাপতি/আহবায়ক স্বাক্ষরিত এবং প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সনদপত্র আবেদনপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে। এই সংরক্ষিত আসনগুলিতেও বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে সম্পূর্ণ মেধা ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ দেয়া হবে।

গ) পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের প্রার্থীদের জন্য ১২টি (প্রত্যেক জেলায় ৩ জন উপজাতীয় ও ১ জন অ-উপজাতীয়), বৃহত্তর সিলেট জেলার উপজাতীয় প্রার্থীদের জন্য ২টি ও অন্যান্য জেলার উপজাতীয় প্রার্থীদের জন্য ২টিসহ সর্বমোট ১৬টি অতিরিক্ত আসন সংরক্ষিত থাকবে। তাদেরকে অন্যান্য সাধারণ ছাত্র/ছাত্রীদের মত একই ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে, তবে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় সর্বমোট ন্যূনতম ১১০০ নম্বর পেলে আবেদন করতে পারবে, তাদেরকে ১টি পরীক্ষায় ১ম ও ১টি পরীক্ষায় ২য় বিভাগ থাকতে হবে এবং একই ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে। তাদেরকে নিজ জেলার ডেপুটি কমিশনার ও গোত্র প্রধান (উপজাতীয় প্রাথীদের বেলায়) হতে জেলা, গোত্র ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যতা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট সাথে দিতে হবে এবং অ-উপজাতীয় প্রার্থীদের বেলায় তাদেরকে নিজ জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট হইতে জেলা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যতা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট সাথে দিতে হবে। এই সংরক্ষিত আসনগুলিতেও সম্পূর্ণ মেধা অনুযায়ী বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারী মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে।

৩। ভর্তির জন্য চূড়ান্ত নির্বাচন নিম্নলিখিত পরীক্ষাসমূহের ফলাফলের ভিত্তিতে করা হবে-

ক) এইচএসসি কোর্সের চলতি সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষা এমসিকিউ (MCQ) পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে এবং এ পরীক্ষায় পদার্থ, রসায়ন, জীববিদ্যা, সাধারণ জ্ঞান ও ইংরেজী অন্তর্ভুক্ত থাকবে: (পদার্থ-২৫, রসায়ন-২৫, জীববিদ্যা-২০, ইংরেজী ও সাধারণ জ্ঞান-১০)= ৮০ নম্বর

খ) মৌখিক পরীক্ষা = ২০ নম্বর

গ) এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৪%=৪০
এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৬%=৬০ =১০০ নম্বর

সর্বমোট = ২০০ নম্বর

লিখিত পরীক্ষার নির্ধারিত সময়: ৫০ মি:।

৪। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে ভর্তির জন্য নির্বাচিত করা হবে। প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বর সমান হলে এইচএসসি পরীক্ষায় পদার্থ, রসায়ন ও জীববিদ্যায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধা নির্বাচন করা হবে। তাহাও যদি সমান হয় জীববিদ্যায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধা নির্বাচন করা হবে। মৌখিক পরীক্ষা স্ব স্ব কলেজে পরবর্তীতে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

৫। জেলা কোটার দাবির ক্ষেত্রে আবেদনপত্রে উল্লেখিত জেলাই যে প্রার্থীর স্থায়ী জেলা তা স্থানীয় সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/পৌরসভার চেয়ারম্যান বা অনুমোদিত কর্মকর্তা/স্থানীয় থানা নির্বাহী অফিসার/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সংশ্লিষ্ট জেলায় কর্মরত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

৬। ভর্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফলের ভিত্তিতে তৈরী মেধা এবং প্রার্থীর দেওয়া কলেজ পছন্দের ভিত্তিতে প্রার্থী কোন্ মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবেন তা নির্ধারণ করা হবে। আবেদনপত্রে নির্দিষ্ট কলামে প্রার্থী কোন কলেজে ভর্তি হতে চান তা পছন্দের ক্রম অনুযায়ী উল্লেখ করতে হবে। যদি প্রার্থী কোন কলেজে ভর্তি হতে না চান, তবে সেই ঘরে (×) চিহ্ন দিতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ, নিরীক্ষাকরণ ও ফলাফল চূড়ান্তকরণ কম্পিউটারের মাধ্যমে হবে। উত্তর-পত্র পরীক্ষাকরণ ওএমআর মেশিনে হবে। ওএমআর (O.M.R) মেশিনে পরীক্ষাকৃত প্রাপ্ত নম্বর কোন কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। তবে পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে আপত্তি থাকলে ফল প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পরিচালক, মেডিকেল এডুকেশন ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকার অনুকূলে =৫০০/- (পাঁচশত) টাকা ব্যাংক ড্রাফট (অফেরতযোগ্য) জমা দিয়ে স্বীয় পরীক্ষার ফলাফল নিরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে। নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক আবেদনকারীর উত্তরপত্র নিরীক্ষা করার পর নিরীক্ষার ফলাফল আবেদনকারীকে জানিয়ে দেয়া হবে।

। বিভিন্ন বোর্ড হতে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য তাদের পছন্দমত যেকোন মেডিকেল কলেজ হতে নির্ধারিত আবেদনপত্র সংগ্রহ করে ঐ কলেজে জমা দিতে পারবে, তবে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ কেন্দ্রে শুধুমাত্র ঢাকা বোর্ড হতে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীরা আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে পারবে। ঢাকা বোর্ড হতে পাস করা ছাত্র-ছাত্রী ইচ্ছা করলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাড়া তাদের পছন্দ অনুযায়ী যেকোন মেডিকেল কলেজে হতে আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে পারবে।

। ক) ভর্তির আবেদনপত্র ২০/- (কুড়ি) টাকা (অফেরতযোগ্য) পরিশোধ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট মেডিকেল কলেজ হতে সংগ্রহ করা যাবে। যে কলেজ থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে সে কলেজে আবেদনপত্র যথাযথ পূরণ করে ৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা (অফেরতযোগ্য) সেন্টার ফিসহ জমা দিতে হবে।

) আবেদনপত্রের সাথে নিম্নলিখিত দলিল সংযুক্ত করতে হবে:

) এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষাদ্বয়ের মার্কশীটের সত্যায়িত ফটোকপি।

) স্থায়ী জেলা সম্বন্ধে ৫ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত কর্মকর্তার সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি।

) তিন কপি সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ফটো।

) উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় কোটাভুক্ত আসনের জন্য অনুচ্ছেদ ২ (গ)তে উল্লেখিত সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি।

) মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের সংরক্ষিত আসনের জন্য প্রার্থীদের পিতা/মাতার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের স্বপক্ষে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ২ (খ) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।

।) অসম্পূর্ণ ও ভুল তথ্য সম্বলিত আবেদনপত্র বাতিল হয়ে যাবে এবং ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ/উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে কোন ভুল তথ্য পাওয়া গেলে তাহার পরীক্ষা/ফলাফল বাতিল বলে গণ্য হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখের পরে কোন আবেদন কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

ঘ) আবেদনপত্রের নির্ধারিত কলামে স্বীয় জেলার নাম পরিবর্তনের ও ভর্তির জন্য কলেজ পছন্দের ক্রম পরিবর্তনের কোন আবেদন কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

১০। ক) লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার পর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের সময় জাতীয় মেধা ও জেলা কোটার ভিত্তিতে নির্বাচিত ১৪৫০ জন এবং মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত ৪০টি আসনসহ সর্বমোট ১৪৯০ জনের তালিকা জানিয়ে দেওয়া হবে। এই ১৪৯০ জন সুযোগ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সম্পূর্ণ মেধা ও কলেজ পছন্দের ভিত্তিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ১৫৪ জন এবং স্যার সলিমুল্লা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, সিলেট বরিশাল ও রংপুর মেডিকেল কলেজের প্রত্যেকটিতে ১৫৩ জন করে এবং খুলনা, ফরিদপুর, বগুড়া, দিনাজপুর ও কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের প্রত্যেকটিতে ৫৩জন করে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য বন্টন করা হবে। একই সাথে ৩০০ জনের মেধা ভিত্তিক অপেক্ষমাণ তালিকাও প্রকাশ করা হবে। ভর্তির নির্দিষ্ট শেষ তারিখের পর যে সব আসন শূন্য থাকবে, তা অপেক্ষমাণ তালিকা হতে পূরণ করা হবে। অপেক্ষমাণ তালিকা হতে শূন্যস্থান পূরণের পূর্বে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের তাদের মেধা ও পছন্দ অনুযায়ী কলেজ পরিবর্তনের (অটোমাইগ্রেশন) সুযোগ দেওয়া হবে তবে দু'বারের বেশী এই সুযোগ থাকবে না।

খ) উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার পর চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের ঢাকা ও স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ছাড়া তাদের মেধা ও কলেজ পছন্দের ভিত্তিতে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য মনোনীত করা হবে।

১১। নির্বাচিত প্রার্থীদের চূড়ান্ত ভর্তি সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মেডিকেল বোর্ডে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উপযুক্ততার ভিত্তিতে হবে। ভর্তির সময় কলেজ অফিসে নিম্নলিখিত সার্টিফিকেট ও দলিলপত্রের সত্যায়িত কপি অবশ্যই জমা দিতে হবে। অন্যথায় প্রার্থীর নির্বাচন সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

ক) এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষা পাসের মূল সার্টিফিকেট।

খ) এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষা পাসের মূল প্রভিশনাল সার্টিফিকেট অথবা টেষ্টমোনিয়াল।

গ) জেলা সংক্রান্ত মূল সার্টিফিকেট।

ঘ) এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষাদ্বয়ের মূল মার্ক সার্টিফিকেট।

ঙ) পার্বত্য জেলার উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় এবং অন্যান্য জেলার উপজাতীয় কোটাভুক্ত আসনের জন্য ২ (অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ডেপুটি কমিশনার ও গোত্র প্রধানের সার্টিফিকেটের মূলকপি।

চ) মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত আসনের জন্য আবেদনকারীর মাতা/পিতার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ২ (খ) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত সনদপত্রের মূলকপি।

১২। ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষাকালীন সময়ে এক কলেজ থেকে অন্য কলেজে অভিপ্রায়ণ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।

১৩। ১৯/১২/২০০১ইং তারিখ হইতে সকল সরকারী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের দপ্তর হতে ভর্তির আবেদন সংগ্রহ করা যাবে। সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজে ভর্তির আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১০ই জানুয়ারী ২০০২ইং। ভর্তির লিখিত পরীক্ষা শুক্রবার ১৮ই জানুয়ারী ২০০২ইং তারিখে সকাল ৯-১০ মিনিটে সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে অনুষ্ঠিত হবে এবং লিখিত পরীক্ষার পর মৌখিক পরীক্ষার তারিখ যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট কলেজ থেকে জানা যাবে। লিখিত (MCQ) পরীক্ষায় কালো বল পয়েন্ট কলম ব্যবহার করতে হবে।

১৪। আবেদনপত্রের সহিত ৯ (খ) তে উল্লেখিত দলিলপত্রাদি না পাওয়া গেলে এবং আবেদনপত্রে আবেদনকারীর স্বাক্ষর না থাকলে তা সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৫। ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের কার্যালয়ে জানা যাবে।

অধ্যাপক (ডাঃ) কাজী শহীদুল আলম